৫৫

তারিখ 26 DEC ১৯৭৮
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক শিক্ষায় বৈপ্লবিক রূপান্তরের লক্ষ্যে বিশেষ সরকারী পদক্ষেপ

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে, যাতে শিক্ষার এই পর্বে একটি বিপ্লবাত্মক রূপান্তর ঘটে। পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতার সমতাবিধান, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং লেখাপড়ার মানোন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ।

এই কর্মসূচীর আওতায় সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত দক্ষতার সমতাবিধান করা হবে। একটি অভিন্ন নিয়োগবিধির আওতায় সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা-দক্ষতার বিচারে সকল ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি এমন সকল শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে পিটিআই, কেন্দ্রিক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং চাকরিকালীন পৌনঃপুনিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করা হবে।

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে ইতিমধ্যে পিটিআইগুলোতে দু'শিফট প্রচলন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতায় ক্লাস প্রোগ্রাম এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'দূরশিক্ষণ' কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণলাভে সক্ষম হবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করছে। বর্তমান সময় ও যুগের চাহিদার নিরিখে শিক্ষকদের শিক্ষার গুণগতমান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্বিক উন্নয়ন আবশ্যক। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু পাঠদান কাজ পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বের ভূমিকার লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে গ্রাজুয়েট পর্যায়ে উন্নীত করা হবে। প্রধান শিক্ষকগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারেন সে জন্য তাদের গতানুগতিক ও প্রথাবদ্ধ প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত বিশেষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান-সময় বর্ধিত করা হয়েছে। বর্ধিত পাঠদান সময়ের আঙ্গিকে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ কাজের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় দেশের বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর জন্যে ভৌতসুবিধা, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষোপকরণ সরবরাহে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারী, বেসরকারী, কম্যুনিটি ও স্যাটেলাইট স্কুলগুলোকে ভৌতসুবিধা বৃদ্ধি করে গ্রাম, জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থী সংখ্যার নিরিখে সমন্বয় করে প্রয়োজনে প্রতি গ্রামে নতুন স্কুল স্থাপন করা হবে। যে সব বিদ্যালয়ে কক্ষ ও শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে সে সব বিদ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে কক্ষ সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষে ১১০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করা হবে এবং ১৫০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করা হবে। স্থানীয় সমাজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সরকার এ সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। এ সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে।

গ্রাম অঞ্চলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত-করা, প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ এবং সমাজ সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমও সম্প্রসারণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। শহর অঞ্চলে বিশেষ করে মেট্রোপলিটান এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়মিত উপস্থিতির জন্যে বিদ্যালয়ে আকর্ষণীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম জোরদার করে পাঠগ্রহণ ও পাঠদান কাজকে আনন্দদায়ক করারও একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কথা সরকার ভাবছে।

শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেছেন: প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানোন্নয়নে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই প্রত্যয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ে ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নে বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি কমিটি এখন কাজ করছে।